বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭১১/২০১৯/৬৮০

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক "Commission" অর্থ Bangladesh Securities and Exchange ISCLCommission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড (ISCL, সিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-০৯৬) কে তার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তাধীনে সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৫(৫) সহ পঠিত স্টক ব্রোকার/ডিলার রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে;

যেহেতু, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, মিসেস ফেরদৌসী রহমানের এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/INS/CSE/Complaints-27/2017/582 dated- July 29, 2018 এর মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এ পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটি অনুসন্ধান (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত (appears) হয়ঃ

Observations & Findings of CSE:

Regarding deposit of money:

i. In the complaint letter the complainant Mrs. Ferdousi Rahman mentioned that she has deposited in her six codes Tk 10,923,500. But from the documents provided by ISCL we found that total Tk 7,167,300 were deposited in six codes of the complainant. The complainant also provided some money receipt with the complaint letter and according to the money receipts, we found total Tk. 7,082,500 were received by ISCL against the six codes. So, there is a difference of money receipt Tk. 3,756,200 (10,923,500-7,167,300).We enquired to the complainant about the difference through letter and the complainant mentioned through her letter that sometimes she did not take money receipt after delivering money to the staff of ISCL. So, we could not confirm about the deposit of total Tk. 10,923,500 after checking the documents provided by the complainant and ISCL. The complainant provided us copy of two cheques which was in the name of K.C. International and the payee of the two cheques were the complainant. The complainant also provides us the copy of some statement of her bank account. There she marked some figures which was withdrawn from her account through cash cheque by named "BaborAhmed". But these documents do not prove the deposit of the money in trading account(s) of the complainant. The summary of money deposit as per ISCL and as per money receipt provided by the Complainant is given below:

Summary of money deposit and withdraw as per Portfolio Statement provided by ISCL:

Client Code	Total Deposit (Tk.)	Total Withdraw (Tk.)
16157	3,151,800	1,770,500
16163	650,300	4,000
16164	1,910,300	1,484,000
16168	182,300	138,000
16169	872,300	186,000
16170	400,300	4,000
Total	**7,167,300**	**3,586,500**

Table -1

Summary of money deposit as per money receipt provided by the Complainant:

Client Code	Amount (Tk.)
16157	3,152,500
16163	651,000
16164	1,908,000
16168	97,000
16169	873,000
16170	401,000
Total	**7,082,500**

Table -2

The complainant provides us financial ledger of client code 16157 and 16164. Though there is no seal and signature of ISCL official in financial ledgers, we are cross checked the deposit in financial ledger provided by complainant with the financial ledger provided by ISCL. While checking the financial ledgers the following mismatches were found:

Some deposit found in ledger provided by the complainant but not in ledger provided by ISCL. The details are given below:

Client Code	Date	Amount (Tk.)
16157	22.10.2014	67,000
	14.06.2015	100,000
	05.12.2017	250,000
16164	01.11.2015	109,000

Table -3

From the Table claims of Tk. 67,000, 100,000 & 250,000 respectively claimed by the complainant in the client code-16157 and Tk. 1,09,000 in client code-16164 but ISCL denied those deposits and the client could not provide us any authentic documents against those claims.

The client submitted a money receipt no. 15774 dated September 26, 2011 of deposit of Tk. 1,25,000 in the client code-16157 which was not reflected in the financial ledger provided by client. By not depositing those amount ISCL violated Code of conduct no. 1 & 6 of 2nd Schedule of সিকিউরিটিজ ওএক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

It is also found that there were deposit of Tk. 125,000 and Tk. 86,000 dated 02.10.2011 and 15.10.2012 respectively which were claimed by the client codes-16157 and 16168 respectively and ISCL also admitted those amounts. So, the amount of Tk. 125,000 and Tk. 86,000 will be added with the claims that she deposited in ISCL, which is shown below:

Client Code	Amount (Tk.)
16157	3,277,500
16163	651,000
16164	1,908,000
16168	183,000
16169	873,000
16170	401,000
Total	**7,293,500**

Table-4

Regarding client code-16164 the deposit of Tk. 109,000 in Table-3, though the figure found in the financial ledger provided by complain but ISCL denied such deposit and again the client could not provide us any authentic documents against this claim. Again, while checking the financial ledger of the above client provided by the complainant, it is observed that the client code-16157 had withdrawn an amount of Tk. 370,000 on February 18, 2018.

Client code	Date of Withdrawn	Opening balance before withdrawn		Amount of withdrawn	Balance (Tk.)		Portfolio value as on 15.02.18
		As per client Doc.	As per ISCL Doc.		As per client Doc.	As per ISCL Doc.	
16157	18.02.2018	373,471	(43,435)	370,000	3,471	(4,13,435)	2,96,396

From the above table it is observed that ISCL let the complainant to withdraw an amount of Tk. 370,000 while the equity of the client on that time was Tk. 296,396 and at the end of the day her total loan amount was Tk. 413,435. It also appears from the transaction ledger and portfolio statement that ISCL allowed excess margin loan (cash withdraw) (beyond the approved limit) facility to its client and it is the violation of BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012.

B. Unauthorized trade:

The complainant mentioned in her letter that she did not sell securities in her codes, she only bought the securities. According to complainant, the branch in-charge of Manru branch of ISCL sold the securities without her consent. But the complainant did not mention specifically which securities were bought in her codes and which securities were sold by the branch in charge of ISCL. We collected some buy/sale orders from ISCL. We found signatures in written buy/sale orders. We tried to verify the signatures in buy/sale orders with the signature in CAIF but all the signatures seem to be mismatched.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জুন ২৬, ২০১৯ ইং তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭১১/২০১৯/৮৬ স্মারকমূলে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেডকে নির্ধারিত তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং নির্ধারিত তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দাখিল করে:

> "আপনার ১৮.০২.২০১৯ ইং তারিখের প্রেরিত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে,
>
> ১। অভিযোগকারীনীর ভাষ্য অনুযায়ী উনি ১,০৯,২৩,৫০০/- টাকা জমা দিয়াছেন। তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। আমাদের হিসাব মতে ও স্টক এক্সচেঞ্জের তদন্তের হিসাবে ৭১,৬৭,৩০০/- টাকা মানি রশিদেও মাধ্যমে আমরা জমা রাখি। বাদ বাকী অন্য কোন প্রকার টাকা আমরা পাই নাই। যা উনার মনগড়া ও বানানো। উনি "কে.সি. ইন্টারন্যাশনাল" ও অন্যান্য নামে টাকা দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা করে আমাদের উপর চাপানার চেষ্টা করেছে।
>
> জনাবা ফেরদৌসী রহমানের সাথে ঐ কর্মকর্তার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। যা উনার সাংবাদিক সম্মেলনে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ আছে। স্টক এক্সচেঞ্জ তার উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেনি।
>
> ২। ঐ কর্মকর্তা গ্রাহকের বোনের ছেলে, বোনের মেয়ে জামাইসহ তারা বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবসা ও লগ্নি ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত লেনদেন দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছে। সাংবাদিক সম্মেললে ও স্টক এক্সচেঞ্জে পত্রে বাদিনী নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কে. সি ইন্টারন্যাশনাল নামে আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান নাই। এছাড়া বাবর আহমেদ ও অন্যান্য নামে আমাদের কোন ব্যাংক একাউন্ট নাই।
>
> ৩। এখানে বাদিনী টাকা রিফান্ড চেয়েছেন কিন্তু শেয়ার ক্রয় করার ৮-১০ বছর পরে টাকা রিফান্ড করার কোন ব্যবস্থা আমাদের সিকিউরিটিজ আইনে নাই।
>
> ৪। উনি ব্যক্তিগতভাবে কিছু কাগজপত্র সৃষ্টি করে আমাদের কর্মকর্তাকে ওনার বাসায় উঠিয়ে নিয়ে চাপ প্রয়োগকরে স্বাক্ষর নিতে চেয়েছিলেন। যা আমাদের কাছে উক্ত কর্মকর্তা নালিশ করেন। তিনি সময় সময়ে বিভিন্নভাবে স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করেন। কোথাও ৭৩ লক্ষ টাকা কোথাও ৭৮ লক্ষ টাকা কোথাও ৮৫ লক্ষ টাকা কোথাও ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা কোথাও ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা পাওনা উল্লেখ করেন।
>
> ৫। উক্ত গ্রহকের ২৬.০৯.২০১১ ইং তারিখে মানি রশিদের মাধ্যমে আমরা চেক জমা নেই এবং গ্রহাকের অনুরোধে ৩দিন পর চেক জমা দিয়ে টাকা কালেকশন করি। তাই এটা বিলম্ব, এটা কোন অনিয়ম ছিল না।
>
> ৬। উনি আমাদের একজন সম্মানিত গ্রাহক হওয়ায় হঠাৎ উনার খুব বিপদ বলায় আমরা উনাকে টাকা প্রদান করি। উক্ত টাকা পরবর্তী কার্যদিবসে শেয়ার বিক্রি করে সমন্বয় করে দিবেন বলে আমাদের কথা দেন। কিন্ত পরবর্তীতে তা আর সমন্বয় করেন নাই। যেহেতু উনার বিও একাইন্টে মার্জি লোন অনুযায়ী স্বাক্ষর করা আছে। তাই আমরা মার্জিনের আওতায় টাকা প্রদান করি। যার কারণে আমারা আশা করি আমাদের সিকিউরিটিজ আইন SEC/CMRRCD/2009-193/135 Dated : September, 2012 এর ধারা লঙ্গন হয়নি।
>
> ৭। উক্ত গ্রাহক দাবী করেছেন উনি কোন শেয়ার বিক্রি করেন নাই। তাহলে আমাদের প্রশ্ন বিক্রিত টাকা একাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে উনার ব্যাংক একাউন্টে জমা হলো বিভাভে? এতদিন পরে উনার ব্যক্তিগত ব্যবসায় ঝগড়া লাগার পর তা উঠে আসছে কেন? যা আমরা স্টক এক্সচেঞ্জ উনার ব্যাংক একাউন্ট এর হিসাব এনে প্রমাণ করে দিয়েছি। অথচ প্রথমে উনি এই টাকা পায়নি বলে অস্বীকার করে ছিলেন।
>
> গ্রাহকরা ট্রেডিং টাইমে স্বাক্ষর করে বিধায় খুব তাড়াহুড়া করে স্বাক্ষর সম্পাদন করে, তাই সামন্য এদিক ওদিক হয়। আমাদের সামনে থাকায় তা আমরা মেনে নেই।
>
> আমরা দীর্ঘদিন থেকে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। আজ পর্যন্ত কোন প্রকার স্যাটেলমেন্ট ফেইলর ও সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যত্যয় ঘটে নাই। উক্ত অভিযোগকারী আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করার জন্য ও আমাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রচার ও প্রোপাগান্ডা করিতেছেন। ইতিমধ্যে উনি আমাদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং এর মধ্যে একটি মামলায় আদালত থেকে দন্ডবিধি ২১১ ধারায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং উনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ হয়েছে।"

যেহেতু, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি নং-১, ২ ও ৬ এবং কমিশনের ডিরেক্টিভ নং SEC/CMRRCD/ 2009-193/135 dated 30 September 2012 লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বর্ণিত আইন ভঙ্গের কারণে বিনিয়োগকারী মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী ও Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর **অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

যেহেতু, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃংখলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেডকে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করল :

> ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেডকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কমিশন আইনানুগভাবে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

29.09.2020
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ

১. ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড
রুম-২১০, ২য় তলা, ৯/এইচ, ইসমাইল ম্যানশন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭১১/২০১৯/ ৬৮৯

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক "Commission" অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, মিসেস ফেরদৌসী রহমানের এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন এর আদেশ নং BSEC/SRI/INS/CSE/Complaints-27/2017/582 dated- July 29, 2018 এর মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান এর উপর একটি অনুসন্ধান (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত (appears) হয়:

Observations & Findings of CSE:

Regarding deposit of money:

i. In the complaint letter the complainant Mrs. Ferdousi Rahman mentioned that she has deposited in her six codes Tk 10,923,500. But from the documents provided by ISCL we found that total Tk 7,167,300 were deposited in six codes of the complainant. The complainant also provided some money receipt with the complaint letter and according to the money receipts; we found total Tk. 7,082,500 were received by ISCL against the six codes. So, there is a difference of money receipt Tk. 3,756,200 (10,923,500-7,167,300).We enquired to the complainant about the difference through letter and the complainant mentioned through her letter that sometimes she did not take money receipt after delivering money to the staff of ISCL. So, we could not confirm about the deposit of total Tk. 10,923,500 after checking the documents provided by the complainant and ISCL. The complainant provided us copy of two cheques which was in the name of K.C. International and the payee of the two cheques was the complainant. The complainant also provides us the copy of some statement of her bank account. There she marked some figures which were withdrawn from her account through cash cheque by named "Babor Ahmed". But these documents do not prove the deposit of the money in trading account(s) of the complainant. The summary of money deposit as per ISCL and as per money receipt provided by the Complainant is given below:

Summary of money deposit and withdraw as per Portfolio Statement provided by ISCL:

Client Code	Total Deposit (Tk.)	Total Withdraw (Tk.)
16157	3,151,800	1,770,500
16163	650,300	4,000
16164	1,910,300	1,484,000
16168	182,300	138,000
16169	872,300	186,000
16170	400,300	4,000
Total	**7,167,300**	**3,586,500**

Table -1

Summary of money deposit as per money receipt provided by the Complainant:

Client Code	Amount (Tk.)

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

16157	3,152,500
16163	651,000
16164	1,908,000
16168	97,000
16169	873,000
16170	401,000
Total	**7,082,500**

Table -2

The complainant provides us financial ledger of client code 16157 and 16164. Though there is no seal and signature of ISCL official in financial ledgers, we are cross checked the deposit in financial ledger provided by complainant with the financial ledger provided by ISCL. While checking the financial ledgers the following mismatches were found:
Some deposit found in ledger provided by the complainant but not in ledger provided by ISCL. The details are given below:

Client Code	Date	Amount (Tk.)
16157	22.10.2014	67,000
	14.06.2015	100,000
	05.12.2017	250,000
16164	01.11.2015	109,000

Table -3

From the Table claims of Tk. 67,000, 100,000 & 250,000 respectively claimed by the complainant in the client code-16157 and Tk. 1,09,000 in client code-16164 but ISCL denied those deposits and the client could not provide us any authentic documents against those claims.
The client submitted a money receipt no. 15774 dated September 26, 2011 of deposit of Tk. 1,25,000 in the client code-16157 which was not reflected in the financial ledger provided by client. By not depositing those amount ISCL violated Code of conduct no. 1 & 6 of 2nd Schedule of সিকিউরিটিজ ওএক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

It is also found that there were deposit of Tk. 125,000 and Tk. 86,000 dated 02.10.2011 and 15.10.2012 respectively which were claimed by the client codes-16157 and 16168 respectively and ISCL also admitted those amounts. So, the amount of Tk. 125,000 and Tk. 86,000 will be added with the claims that she deposited in ISCL, which is shown below:

Client Code	Amount (Tk.)

16157	3,277,500
16163	651,000
16164	1,908,000
16168	183,000
16169	873,000
16170	401,000
Total	**7,293,500**

Table-4

Regarding client code-16164 the deposit of Tk. 109,000 in Table-3, though the figure found in the financial ledger provided by complain but ISCL denied such deposit and again the client could not provide us any authentic documents against this claim. Again, while checking the financial ledger of the above client provided by the complainant, it is observed that the client code-16157 had withdrawn an amount of Tk. 370,000 on February 18, 2018.

Client code	Date of Withdrawn	Opening balance before withdrawn		Amount of withdrawn	Balance (Tk.)		Portfolio value as on 15.02.18
		As per client Doc.	As per ISCL Doc.		As per client Doc.	As per ISCL Doc.	
16157	18.02.2018	373,471	(43,435)	370,000	3,471	(4,13,435)	2,96,396

From the above table it is observed that ISCL let the complainant to withdraw an amount of Tk. 370,000 while the equity of the client on that time was Tk. 296,396 and at the end of the day her total loan amount was Tk. 413,435. It also appears from the transaction ledger and portfolio statement that ISCL allowed excess margin loan (cash withdraw) (beyond the approved limit) facility to its client and it is the violation of BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012.

B. Unauthorized trade:

The complainant mentioned in her letter that she did not sell securities in her codes, she only bought the securities. According to complainant, the branch in-charge of Manru branch of ISCL sold the securities without her consent. But the complainant did not mention specifically which securities were bought in her codes and which securities were sold by the branch in charge of ISCL. We collected some buy/sale orders from ISCL. We found signatures in written buy/sale orders. We tried to verify the signatures in buy/sale orders with the signature in CAIF but all the signatures seem to be mismatched.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জুন ২৬, ২০১৯ ইং তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭১১/২০১৯/৮৬ স্মারকমূলে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব

কামরুজ্জামান রুম্মানকে নির্ধারিত তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং নির্ধারিত তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হয়ে তিনি মৌখিক ব্যাখ্যা দাখিল করেন ।

যেহেতু, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান এর মৌখিক বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান এর উপরোক্ত কর্মকান্ডের ফলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি নং-১, ২ ও ৬ এবং কমিশনের ডিরেক্টিভ নং SEC/CMRRCD/ 2009-193/135 dated 30th September, 2012 লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান কর্তৃক বর্ণিত আইন ভঙ্গের কারণে বিনিয়োগকারী মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী ও Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 **এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ**;

যেহেতু, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃংখলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুম্মানকে জরিমানা এবং নিবন্ধন সনদ স্থগিত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত শাস্তি প্রদান করল:

১. ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুম্মানকে টাকা ৫ (পাঁচ) লক্ষ ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কমিশন আইনানুগভাবে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

২. জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান এর অনুমোদিত প্রতিনিধি সনদ স্থগিত থাকবে। এ সময়ে জনাব কামরুজ্জামান রুম্মান পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হতে বিরত থাকবেন ।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

29.09.2020
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ

১. কামরুজ্জামান রুম্মান
অনুমোদিত প্রতিনিধি, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড